প্রতীতি

জয়নাল আবেদীন

প্রতীতি নামটার সাথে প্রণয় আমার অনেক দিনের। সত্তুর দশকের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের সামনে আমার এক বন্ধু প্রেমিকা তার এক বান্ধবীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল, এর নাম প্রতীতি। ধরণীতি তখন সন্ধ্যার আগমনী গান। সাঁঝের প্রথম পরশ অবনী প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে। নীড়ে পাখী আর হলে মেয়েদের তখন ফিরে যাওয়ার পালা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাস্তার নিয়ন বাতি তখন সবে মাত্র জ্বলতে শুরু করেছে। গেটে ঢোকার প্রায় পূর্ব মুহুর্তে দিনের শেষের শেষ কলকাকলিতে মুখরিত রোকেয়া হলের সামনের প্রাঙ্গন। প্রেমিক-প্রেমিকা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের সাথে বিদায়ের শেষ মুহুর্ত। সন্ধ্যার সেই আলো-আঁধারিতে অসম্ভব ফর্সা, একহারা গঠনের লম্বা প্রতীতি নামের সদ্য পরিচিত মেয়েটা।

পৃথিবীতে অনেক মুখ আছে যা হঠাৎ করেই কাউকে কাছেও টানে না আবার দূরেও ঠেলেনা; প্রতীতি তাদেরই একজন। পরিচয়ের সেই প্রথম প্রহরে প্রতীতি নামের মেয়েটা মনের কোথাও কোন দাগ না কাটলেও, তার নামটা কেটেছিল সুগভীর ভাবে। আজ এই এতদিন পরেও প্রতীতিকে মনে আছে। সাদা-পাকা চুল, পঞ্চাশের উঠোনে দাঁড়ানো আজকের প্রতীতি, সেদিন সন্ধ্যার সেই কুড়ি-একুশের অপরিবর্তিত অবয়বে আমার মস্তিষ্কের কোন এক কোনায় এখনো সযতনে লুকিয়ে আছে। সেটা শুধুই তার ঐ সুন্দর নামের কারণে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রতীতিকে দেখেছি দু'একদিন; দূর থেকে। কথা হয়নি। প্রতীতি নামের মেয়েটা হারিয়ে গেছে অনেকের সাথে, অনেকের মতোই। তবে তার নামটা আজও মনে আছে। পরিষ্কার; উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো।

এ্যাশফিল্ড বটমুলে প্রতীতির বাংলা বর্ষবরণ - ১৪১৫

সিডনীতে প্রতীতি আমার প্রিয় সংগঠনগুলোর একটি। নামের কারণে তো বটেই, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেও। প্রতিটি উপস্থাপনায় পর্দার অন্তরালের শ্রম ও অধ্যাবসায়ের স্বাক্ষর বিমূর্ত। প্রতীতির পরিবেশনায় সিডনীর এ্যাশফিল্ড বটমূলের এবছরের বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানটা ও ছিল সাবলীল। সুন্দর উপস্থাপন। প্রবাসী আঙিনায় বাঙালী সংস্কৃতির একটা অনিন্দ্যসুন্দর সংযোজন এই বাংলা বর্ষবরণ। বছরের পর বছর ধরে যারা এমন একটা সুন্দর অনুষ্ঠান প্রবাসের মাটিতে আমাদের উপহার দিচ্ছে তার নাম প্রতীতি। প্রতীতির সবাইকে তাই সাধুবাদ। অভিবাসি এই জীবনে ঠিক এই ধরণের কর্মকান্ড, এমন

অনুষ্ঠানইতো মনে হয় আমাদের কাম্য ছিল। যেটা আমার, আমাদের; সকলের। যেটা সব বাংলাদেশীর, সকল বাঙালীর। অখন্ডিত, অবিভাজ্য। যেটা আমাদের পারস্পরিক চরম রাজনৈতিক মত পার্থক্যের উর্ধ্বে। বিদ্বেষহীন, ঘৃণাহীন; পরিচ্ছন্ন।

প্রবাসে বাংলাদেশী রাজনীতির উত্তপ্ততার বাতাস সাত-সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে বঙ্গোপসাগর উপকূলেও আজ আঘাত হেনেছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হয়তো হতবাক। বঙ্গোপসাগর উপকুলে দাঁড়িয়ে প্রবাসে বাংলাদেশী রাজনীতি চর্চার এই চরম ব্যাপকতার যথার্থ কারণ অন্বেষণে নিশ্চয়ই তারা গলদঘর্ম। দেশের প্রথিতযশা ইংরেজি দৈনিক *দি ডেইলি ষ্টার* তার ৩১শে মার্চ ২০০৮ এর সম্পাদকীয়-এর হেডিং-এ লিখেছে, **প্রবাসে রাজনৈতিক পার্টির শাখা অফিস প্রবাসীদের জন্য ভাল কিছু করার চেয়ে খারাপই করছে বেশী।** সিডনীবাসির মতো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অধিকাংশ বাঙালীরই মনে হয় এতে কোন সন্দেহ নেই। তারপরও কোন এক অলৌকিক কারণে এর বিস্তার যেন অপ্রতিরোধ্য।

ডেইলি ষ্টার লিখেছে, প্রবাসে বাংলাদেশী রাজনৈতিক পার্টি অফিস নিষিদ্ধ করাটা মনে হয় এমনিতেই অনেক দেরী হয়ে গেছে। রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত বাংলাদেশীরা প্রবাসে নিজেদের সেই সাথে দেশের ভাবমূর্তি বিকৃত করছে। সংঘবদ্ধভাবে, জোরের সাথে তারা তাদের দাবীগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরতে পারছে না; বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিদিন। প্রবাসের মাটিতে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়াসহ অন্য কোন দেশের রাজনৈতিক দলের যে কোন শাখা অফিস নেই ডেইলি ষ্টার তারও উল্লেখ করেছে। এর কোন কিছুই আমাদের অজানা নয়। তারপরও আমাদের যেন কিছুই করার নেই। সাধারণ জনগণ সাধারণভাবে সব সময়ই অসংঘবদ্ধ। শক্তিশালী কমিউনিটি সংগঠনের অভাব প্রবাসে বাংলাদেশী রাজনৈতিক পার্টির বিস্তারে যেমন সহায়ক হয়েছে, তেমনি বিস্তারিত রাজনৈতিক বলয় কমিউনিটি সংগঠনগুলোকে প্রতিদিন দূর্বল থেকে আরও দূর্বল করছে। এই চক্র থেকে বের হয়ে আসা মনে হয় সহজ নয়।

বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন প্রবাসে জাতীয় রাজনৈতিক পার্টির শাখা অফিস খোলা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব চুড়ান্ত করেছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পার্টির নেতারা এতে বিচলিত। কারণটা বোধগম্য। বিদেশ ভ্রমণে বিশাল সংবর্ধনা, আদর আপ্যায়নের ঘাটতি ঘটার সম্ভাবনা আছে এতে। প্রবাসী রাজনৈতিক নেতারাও ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নেবে না। নেওয়ার কোন কারণ ও নেই তাতে। রাজনৈতিক কলামিষ্টরাও এতে ক্ষুব্ধ হবে। বিভক্ত রাজনৈতিক পার্টির বিভাজনের সুযোগে একাধিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সঙ্গত কারণেই লেখালেখি হবে অনেক। প্রবাসে রাজনৈতিক পার্টির শাখা অফিস থাকার যথার্থতা প্রতিষ্ঠায় যুক্তির বন্যা বয়ে যাবে। ব্যাপারটাকে অনেকেই সহজ ভাবে নেবে না। বাস্তবায়ন হয়তো যথার্থই কষ্টকর হবে।

প্রতীতির ৫ই এপ্রিল বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের বিরতিতে সেদিন এসব নিয়েই কথা হচ্ছিল। প্রশ্ন উঠেছিল, এই মুহূর্তে (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কারণে) প্রবাসে বাংলাদেশী রাজনৈতিক পার্টির শাখা অফিস নিষিদ্ধ করার আইন পাশ করা হয়তো সম্ভব কিন্তু এর বাস্তবায়ন হবে

কেমন করে? বিদেশে একটা কেন, একই পার্টির যদি দশটাও শাখা অফিস কেউ খোলে, বাংলাদেশ সরকার তা বন্ধ করবে কোন ক্ষমতায়? এই পর্যায়ে জনৈক বন্ধুর যুক্তিটা ছিল সম্ভাবনাময়; অন্ধকারে আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করে।

তার হিসেবে, বাংলাদেশে আইনটা পাশ করানটাই যা কষ্টের ব্যাপার। বিদেশে শাখা অফিস, ও এমনিতেই আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে। আইন একবার পাশ হলে, প্রবাসে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দলীয় শাখা অফিস কর্তৃক আপ্পায়িত হওয়া তখন বেআইনী বলে প্রতিপন্ন হবে। প্রবাসী পার্টির প্রেসিডেন্টের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের দ্বারও যাবে বন্ধ হয়ে। ক্ষমতাশালী লোকজনের যদি কাছে যাওয়া না যায়, *ফটো সেশনের* সম্ভাবনাই যদি না থাকে; তবে তার হিসেবে *মোটিভেশন* ধরে রাখা কঠিন হবে। বিদেশে শাখা অফিস, তা আস্তে আস্তে এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে।

কথাটায় মনে হয় যুক্তি আছে। হতাশার সামনের প্রাচীর কঠিন হলেও দূর্লঙ্ঘনীয় নয়, এমন প্রতীতির প্রেরণা যোগায়।

জয়নাল আবেদীন
সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া
৪/৫/২০০৮
Send your comments to : jabedin@tpg.com.au